ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৭ বর্ষ ১১ম সংখ্যা | ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ৩০ কার্তিক ১৪৩০, ১৫ নভেম্বর ২০২৩

২৯তম উপাচার্য হিসেবে যোগদান করলেন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯তম উপাচার্য হিসেবে গত ৪ নভেম্বর ২০২৩ সকাল ৯টায় আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) ও ডিজাস্টার সায়েন্স অ্যান্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল। উপাচার্য কার্যালয়ে নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বিদায়ী উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নিকট থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ঢাবি শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ, রেজিস্ট্রার, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, অফিস প্রধানগণ, কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯তম উপাচার্য হিসেবে গত ৪ নভেম্বর ২০২৩ আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) ও ডিজাস্টার সায়েন্স অ্যান্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল।

গত ৪ নভেম্বর ২০২৩ অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯তম উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর ধানমন্ডিস্থ ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অমর স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ১০ নভেম্বর ২০২৩ টুঙ্গিপাড়ায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বঙ্গবন্ধুকে ডক্টর অব লজ (মরণোত্তর) ডিগ্রি প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তনে গত ২৯ অক্টোবর ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে সম্মানসূচক ডক্টর অব লজ (মরণোত্তর) ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে এই ডিগ্রি গ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করেন । কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত সমাবর্তনে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বঙ্গবন্ধুকে ডক্টর অব লজ (মরণোত্তর) ডিগ্রি প্রদানের সাইটেশন পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং সমাবর্তন বক্তার সাইটেশন পাঠ করেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গবেষণায় বিশেষ মনোযোগী হওয়ার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, এমন গবেষণা করতে হবে, যা দেশের উন্নয়নে সহায়ক হয়। তিনি বলেন, বৈশ্বিক মান বজায় রেখে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। দেশের চলমান উন্নয়ন যাতে কখনোই বাধাগ্রস্ত না হয় সেলক্ষ্যে নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্যও তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেখানো পথ ধরেই আমরা উন্নয়নের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। বঙ্গবন্ধু'র সব কর্মসূচি ছিলো সাধারণ মানুষের কল্যাণে। তাই আমরা গ্রামের সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করছি। কৃষক, মজুর, দুঃখী মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বঙ্গবন্ধু নিজের জন্য কিছু করেন নি, শুধু মানুষের জন্য করেছেন। তিনি দেশকে ধনে ও জ্ঞানে উন্নত করতে চেয়েছিলেন। দেশের সকল মানুষকে তিনি ভালোবেসেছিলেন। বাঙালির মুক্তির জন্য তিনি সংগ্রাম করেছিলেন। ১৯৪৮ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন থেকে তাঁর সংগ্রাম শুরু হয়। এরপর ধাপে ধাপে তিনি জাতিকে প্রস্তুত করেন এবং বাংলাদেশকে স্বাধীনতা এনে দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দেশের সকল ইতিহাস ও অর্জন জড়িত উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, প্রতিটি আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নেতৃত্ব দিয়েছে। ১৯৭৫ সালে জাতির পিতাকে হত্যার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রথম প্রতিবাদ মিছিল বের হয়েছিলো। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হতে পেরে তিনি গর্বিত বলে উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র ছিলেন। চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারীদের পক্ষে আন্দোলন করায় বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিলো। মুচলেকা দিয়ে তাঁকে ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু তিনি অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেন নি। ২০১০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধু'র সেই বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে। এজন্য প্রধানমন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। বিশেষ সমাবর্তন আয়োজনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে সম্মানসূচক ডক্টর অব লজ ডিগ্রি প্রদানের জন্যও তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দেন। বঙ্গবন্ধু'র 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' এবং 'সিক্রেট ডকুমেন্টস অব ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অব দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' শীর্ষক গ্রন্থসমূহ পাঠের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে জানার জন্য প্রধানমন্ত্রী নতুন প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান। বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখতে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন।

অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং বাংলাদেশ একই সূত্রে গাঁথা। তিনি বলেন, এই সমাবর্তন কোনো সাধারণ সমাবর্তন নয়; এটি বাঙালির ইতিহাসের মহানায়ক, মহান স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এক অনন্য ঐতিহাসিক আয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টর অব লজ (মরণোত্তর) ডিগ্রি প্রদান করতে পেরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গর্বিত।

এই বিশেষ সমাবর্তনে জাতীয় সংসদের স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, মন্ত্রীবর্গ ও সংসদ সদস্যবৃন্দ, ঢাকাস্থ বিদেশী কূটনীতিকবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অ্যালামনাই, রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ, সিনেট, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ এবং সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ, সুধীজনসহ প্রায় ১৮ হাজার গণ্যমান্য ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালিত

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গত ১৫ অক্টোবর ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ সকাল সাড়ে ৭.৩০টায় অপরাজেয় বাংলা পাদদেশ থেকে শোক র‍্যালি বের করে জগন্নাথ হল স্মৃতিসৌধে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

পরে জগন্নাথ হলের অক্টোবর স্মৃতি ভবনস্থ টিভি কক্ষে তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা, জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা, সাবেক প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অসীম সরকার, ঢাবি অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের মহাসচিব মোল্লা মো. আবু কাওছার, জগন্নাথ হল অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নিবাস চন্দ্র মাঝিসহ হলের ছাত্র নেতৃবৃন্দ এবং অফিসার্স এসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণি কর্মচারী সমিতি, কারিগরী কর্মচারী সমিতি ও চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান নিহতদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, '১৫ অক্টোবর'-এর মর্মান্তিক দুর্ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলের সুরক্ষায় সংশ্লিষ্টদের সর্বদা সচেতন ও সক্রিয় থাকতে হবে।

প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালনের মাধ্যমে আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। বর্তমান প্রশাসন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো চিহ্নিত করে সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালকে সর্বস্তরের সুধীজনের ফুলেল শুভেচ্ছা

বিদায়ী উপাচার্য

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন)

কোষাধ্যক্ষ

ঢাবি শিক্ষক সমিতি

অনুষদের ডিনবৃন্দ

হল প্রাধক্ষ্যবৃন্দ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

সাবেক রেল মন্ত্রী

সিনেট সদস্যবৃন্দ

ঢাবি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন

রেজিস্ট্রার্ড গ্র্যাজুয়েট

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ

চেয়ারম্যান বিসিএসআইআর

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স

প্রক্টর

বিজ্ঞান অনুষদ

কলা অনুষদ

জীববিজ্ঞান অনুষদ

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ

আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদ

বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ

ফার্মেসী অনুষদ

ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদ

চারুকলা অনুষদ

চিকিৎসা অনুষদ

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল

রোকেয়া হল

জগন্নাথ হল

শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল

ভাইস চ্যান্সেলর অফিস

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অফিস

জনসংযোগ অফিস

উপাচার্যের সঙ্গে চীনা রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত মি. ইয়াও ওয়েন গত ১৪ নভেম্বর ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের কয়েকজন কর্মকর্তা এসময় তার সঙ্গে ছিলেন। বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা বহুমুখী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দি সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ' নামে একটি গবেষণাধর্মী সেন্টার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার এবং শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষক বিনিময়ের ব্যাপারে তারা মতবিনিময় করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে সেমিনার, কর্মশালা, সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যাপারেও তারা আলোচনা করেন।

উপাচার্য বলেন, বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। দুই দেশের মধ্যে বিরাজমান এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে তিনি চীনা রাষ্ট্রদূতের কাছে আরও সাহায্য ও সহযোগিতা চান।

উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানান।

মালয়েশিয়ার টুঙ্কু আব্দুর রহমান ইউনিভার্সিটি অব ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনোলজি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক সেসক কোয়ানের নেতৃত্বে ৫-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১৯ অক্টোবর ২০২৩ তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঢাবির সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গত ১ নভেম্বর ২০২৩ মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি টেকনোলজি মারা এবং ইন্দোনেশিয়ান কালচারাল আর্ট ইনস্টিটিউট অব বান্দুং-এর সঙ্গে পৃথক দু'টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি টেকনোলজি মারা-এর রেক্টর অধ্যাপক ড. নূর হিশাম ইব্রাহিম এবং ইন্দোনেশিয়ান কালচারাল আর্ট ইনস্টিটিউট অব বান্দুং-এর রেক্টর অধ্যাপক ড. রেতনো দিমারবতী নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ইন্দোনেশিয়ান কালচারাল আর্ট ইনস্টিটিউট অব বান্দুং-এর ডেপুটি রেক্টর অধ্যাপক ড. সুপ্রিয়তনা, ঢাবি চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন, রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার, গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের কয়েকজন শিক্ষক এবং বিদেশি দু' বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি টেকনোলজি মারা এবং ইন্দোনেশিয়ান কালচারাল আর্ট ইনস্টিটিউট অব বান্দুং-এর সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও সম্মেলন আয়োজন করবে। এছাড়া, শিক্ষা ও গবেষণা সরঞ্জাম, প্রকাশনা এবং শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থী বিনিময় করা হবে।

২৯তম উপাচার্য হিসেবে যোগদান করলেন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল

(১ম পৃষ্ঠার পর) দায়িত্বভার গ্রহণের পর নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালকে বিদায়ী উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. জিনাত হুদাসহ সমিতির নেতৃবৃন্দ ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। পরে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে নবনিযুক্ত উপাচার্যকে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ ফুলেল শুভেচ্ছা জানায়। এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সকলের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল শুভেচ্ছা বক্তব্যের শুরুতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সকলের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করায় অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মোঃ সাহাবুদ্দিন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশ ও জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এদেশের সকল অর্জনের পিছনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনন্য অবদান রয়েছে। বিশ্ব মানচিত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে উপাচার্য বলেন, গুণগত শিক্ষা, মৌলিক গবেষণা, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কাজের মাধ্যমে এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী, দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে যাবে। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য, ভাবমূর্তি, সুনাম ও মর্যাদা সমুন্নত রাখতে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য উপাচার্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

এরপর নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ধানমন্ডিস্থ ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অমর স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে উপাচার্য বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর ঘুরে দেখেন এবং পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুলসংখ্যক শিক্ষক ও কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

পাবলিক হেলথ্ বিভাগের যাত্রা শুরু

তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে গত ১ নভেম্বর ২০২৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী মোতাহার হোসেন বিজ্ঞান ভবনে নবপ্রতিষ্ঠিত 'পাবলিক হেলথ্ বিভাগ'-এর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পরে বিভাগের উদ্যোগে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

পাবলিক হেলথ্ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এমরান কবীর চৌধুরীর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ কে এম মাহবুব হাসান। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ও আইসিডিডিআরবি'র সংক্রামক রোগ বিভাগের পরিচালক ড. ফেরদৌসী কাদরী এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন।

অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই নতুন বিভাগ প্রতিষ্ঠার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, পাবলিক হেলথ্ বিশ্বব্যাপী খুবই আলোচিত একটি বিষয় এবং করোনা মহামারি পরবর্তী বর্তমান সময়ে খুবই প্রাসঙ্গিক। মানুষের স্বাস্থ্য-সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের সমন্বয়েই এই বিভাগটি গঠন করা হয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে রোগ নিরাময় সংক্রান্ত কাজের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে পাবলিক হেলথ্ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন।

অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের জীবনবৃত্তান্ত

অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ২০২০ সালের জুন মাস থেকে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (একাডেমিক)-এর দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগের অধ্যাপক। এর পূর্বে ভূতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপক পদে কর্মরত ছিলেন। ড. মাকসুদ কামাল বিশ্বখ্যাত University College London, UK তে- Visiting Professor হিসেবে এপ্রিল ২০২২ থেকে মার্চ ২০২৭ পর্যন্ত নিয়োগলাভ করেছেন। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute for Risk and Disaster Reduction (IRDR) -এর সাথে দীর্ঘদিন ধরে সম্পৃক্ত থেকে কাজ করে আসছেন।

অধ্যাপক ড. মাকসুদ কামাল ২০০০ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন এবং একই বিভাগে ২০১০ সালে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পান। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে তিনি বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠানে (স্পারসো) বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার পদে প্রায় ছয় বছর কর্মরত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Bose Center for Advanced Study and Research in Natural Sciences -এ রিসার্চ ফেলো হিসেবে দুই বছর গবেষণা কাজ করেছেন। এছাড়াও, তিনি খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে যথাক্রমে ভূতত্ত্ব, পরিবেশ বিজ্ঞান ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পাঠদান করেছেন। ড. মাকসুদ কামাল ভূমিকম্প ও সুনামি এবং নগর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ হিসেবে UNDP/CDMP, Bangladesh প্রকল্পে চার বছর কাজ করেছেন। এর পূর্বে তিনি ২০০৭ সালে ভূমিকম্প দুর্যোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে UNDP/ADPC, Iran-এ কাজ করেছেন। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবিলা এবং পরিবেশ-প্রতিবেশ সংরক্ষণে তিনি শিক্ষাবিদ ও গবেষক হিসেবে দেশ-বিদেশে অত্যন্ত সুপরিচিত। সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের বহু প্রকল্পে কারিগরি উপদেষ্টা/বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবেও কাজ করছেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের Disaster Management Advisory কমিটির সদস্য। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথেও তাঁর কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

অধ্যাপক ড. মাকসুদ কামাল ১৯৮২ সালে এস এস সি, ১৯৮৪ সালে এইচ এস সি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগ থেকে ১৯৮৮ সালে বিএসসি (অনার্স) এবং ১৯৮৯ সালে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। সকল পরীক্ষায় তিনি প্রথম ডিভিশন / বিভাগ প্রাপ্ত হয়েছেন। ১৯৯৮ সালে তিনি International Institute for Geo-Information Sciences and Earth Observation, University of Twente, The Netherlands থেকে Applied Geomorphology and Engineering Geology বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০০৪ সালে তিনি Tokyo Institute of Technology (TIT), Japan থেকে Earthquake Engineering বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। দেশি-বিদেশি জার্নালে তাঁর ৬৫টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত প্রবন্ধ, রিপোর্ট, বুক চ্যাপ্টারসহ তাঁর ১০০টির উপরে গবেষণাকর্ম রয়েছে। অনেকগুলো আন্তর্জাতিক জার্নালে তিনি জবারববিৎ হিসেবে অবদান রেখে আসছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তিনি জ্ঞান ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা সংক্রান্ত কাজ করছেন। এসবের মধ্যে University College London, UK; Peking University, China; Tokyo University, Japan এবং University of Edinburgh, UK অন্যতম।

অধ্যাপক ড. মাকসুদ কামাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল পর্যায়ে একাডেমিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান (২০১২-২০১৭) ছিলেন যা বর্তমানে ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগ নামে পরিচিত। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পাওয়ার পূর্বে ২০১২ সাল থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিনের (চারবার নির্বাচিত) দায়িত্ব পালন করেছেন। ডিনের দায়িত্বে থাকাকালীন আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। দুই মেয়াদে (২০১৩-২০১৮) তিনি মাস্টার দা সূর্যসেন হলের প্রাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ড. মাকসুদ কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির চার মেয়াদে সভাপতি (২০১৭-২০২০) এবং তিন মেয়াদে সাধারণ সম্পাদক (২০১৪-২০১৬) ছিলেন। এছাড়া, তিন মেয়াদে (২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০) বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি এবং মহাসচিব (২০১৫-২০১৬) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষক সমিতি ও ফেডারেশনের দায়িত্বকালীন সময়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং শিক্ষকদের পেশাদারিত্ব ও মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য বিভিন্ন কার্যকরী ভূমিকা রেখেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, সিন্ডিকেট এবং একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে তিনি অবদান রেখে আসছেন। ছাত্রজীবন থেকেই বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন।

ড. মাকসুদ কামাল বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত আছেন। তিনি National Oceanographic and Maritime Institute (NOAMI)-এর চেয়ারম্যান এবং Bangladesh Society of Informatics (BSI)-এর সভাপতির দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। ইতোপূর্বে Bangladesh Geological Society (BGS)-এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক এবং Bangladesh Earthquake Society (BES)-এর Executive কমিটির সদস্য ছিলেন।

অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল লক্ষ্মীপুর জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ২১ নভেম্বর ১৯৬৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম আলহাজ্ব ফরিদ আহমেদ এবং মাতা মরহুমা মাছুমা খাতুন ছিলেন সমাজহিতৈষী ও বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিত্ব। তাঁর পিতা একজন সুপরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীও ছিলেন। ড. মাকসুদ কামালের অগ্রজ প্রয়াত এ কে এম শাহজাহান কামাল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন এবং তিন মেয়াদে তিনি জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ড. মাকসুদ কামালের স্ত্রী সৈয়দা আফসানা ফেরদৌসি একজন শিক্ষাবিদ এবং University of Information Technology and Sciences (UITS)-এর Faculty of Liberal Arts and Social Science-এ ডিনের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি দুই পুত্র এবং এক কন্যা সন্তানের জনক। ড. মাকসুদ কামাল একজন জনহিতৈষি ব্যক্তি। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য তিনি নিবেদিতভাবে কাজ করে আসছেন। তাঁর মা-বাবার নামে প্রতিষ্ঠিত ফরিদ-মাছুমা ফাউন্ডেশনের তিনি চেয়ারম্যান। শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার মান উন্নয়নে বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি অব্যাহতভাবে অবদান রেখে চলেছেন।

ড. মাকসুদ কামাল বিষয়ভিত্তিক ও সমসাময়িক রাজনৈতিক ইস্যুতে গণমাধ্যমে লেখালেখি করেন। ইলেকট্রনিক মিডিয়াতেও তিনি বিষয়ভিত্তিক মতামত প্রদান করে থাকেন। তাঁর লেখালেখি মূলত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব, শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়াবলী কেন্দ্রিক।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা সেন্টারের উদ্যোগে 'বঙ্গমাতা বক্তৃতামালা' অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা সেন্টার ফর জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-এর উদ্যোগে 'অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন: ট্রান্সজেন্ডার ও বর্তমান প্রেক্ষিত' শীর্ষক 'বঙ্গমাতা বক্তৃতামালা' গত ২৬ অক্টোবর ২০২৩ আর সি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা সেন্টার ফর জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. তানিয়া হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরমা দত্ত এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির এবং সিঁড়ি সমাজ কল্যাণ সংস্থার সভাপতি আরিফা ইয়াসমিন ময়ূরী।

প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে হবে। ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় স্ব স্ব অবস্থান থেকে কাজ করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

৩৭ শিক্ষার্থীর বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া শিক্ষা বৃত্তি লাভ

পড়াশোনার পাশাপাশি ক্রীড়াঙ্গনে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৭জন শিক্ষার্থী 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া শিক্ষা বৃত্তি-২০২৩' লাভ করেছে। শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি গত ৭ নভেম্বর ২০২৩ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে এই বৃত্তির চেক তুলে দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়।

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী এবং বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মো. জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আনোয়ার সাদাত আবু মো. ফুয়াদ, হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিস্টার কল্পনা কস্তা এবং বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারম্যান ড. মহিউদ্দীন আহমেদ ও সচিব কৃষ্ণেন্দু সাহা।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনেক আগেই এটি অনুধাবন করে 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বলেন, শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালসহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল সদস্য ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। বঙ্গবন্ধু নিজেও একজন ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ক্রীড়া ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের এই বৃত্তি প্রদানের উদ্যোগকে স্বাগত জানান। দেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, বর্তমান সরকার সারাদেশের সকল স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে খেলাধুলার আওতায় এনেছে।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল ও কলেজের ১হাজার শিক্ষার্থীকে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া শিক্ষা বৃত্তি-২০২৩' প্রদান করা হয়।

ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি পেলেন ১৬ শিক্ষার্থী

পড়াশোনায় অসাধারণ সাফল্যের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ১৬ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের ৮ জন শিক্ষার্থী 'একাউন্টিং ১৯৭৯ ব্যাচ ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি' এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ৮ জন শিক্ষার্থী 'অধ্যাপক শহীদুল হক মুন্সী ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি' লাভ করেছে।

তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১৬ অক্টোবর ২০২৩ উপাচার্য কার্যালয় সংলগ্ন লাউঞ্জে আয়োজিত পৃথক পৃথক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তির চেক বিতরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মঈন, একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ধীমান কুমার চৌধুরী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ফেরদৌস হোসেন, রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকারসহ কয়েকজন দাতা প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

একাউন্টিং ১৯৭৯ ব্যাচ ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন মোসা. রাইদা, মো. শামীম হোসেন, জান্নাতুল ফেরদৌস রিপা, সাগর দাস, রুবাইয়া শামস্ তোহফা, অনিক আগরওয়াল, নিলয় তালুকদার দিব্বো এবং আশরাফুল ইসলাম।

'অধ্যাপক মো. শহীদুল হক মুন্সী ট্রাস্ট ফান্ড' বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন, মো. আরিফুল ইসলাম, প্রান্ত সরকার, মো. মামুন সর্দার, মো. সাফিউল আরফিন শাহানশাহ, মো. শাহরিয়ার নাজিম সীমান্ত, মো. সাইফুল ইসলাম সুজন, মো. মোকাররম হোসেন এবং ইসমাইল হোসেন।

একুশে হল প্রভোস্ট অ্যাওয়ার্ড পেলেন ২৪ শিক্ষার্থী

অমর একুশে হলের ২৪জন মেধাবী শিক্ষার্থী প্রভোস্ট অ্যাওয়ার্ড-২০২৩ লাভ করেছেন। এছাড়া, ১০ মেধাবী শিক্ষার্থীকে হল ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি প্রদান করা হয়। তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১ নভেম্বর ২০২৩ হল মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের এই অ্যাওয়ার্ড ও বৃত্তি প্রদান করেন। এছাড়া, উপাচার্য স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের সংগঠন বাঁধনের অমর একুশে হল ইউনিটের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে সর্বোচ্চ রক্তদাতাতের সম্মাননা প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক এম সৈয়দ, বাঁধনের হল ইউনিটের উপদেষ্টা শিক্ষক অধ্যাপক ড. আবুল কালাম আজাদ, বাঁধনের কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতি ফাহিম হোসেন এবং বাঁধনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জোনের সভাপতি মো. ইউসুফ হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বাঁধনের হল ইউনিটের সভাপতি মো. রবিউল ইসলাম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং সাধারণ সম্পাদক হাসিবুল হাসান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, মানবিক মূল্যবোধ ধারণ করে দক্ষ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে দেশ ও জতির উন্নয়নে শিক্ষার্থীদের কাজ করতে হবে।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে সর্বোচ্চ রক্ত দেয়ায় হলের ২৪জনকে রক্তদাতা সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়া, কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

শহিদ শেখ রাসেল দিবস পালিত

যথাযোগ্য মর্যাদায় গত ১৮ অক্টোবর ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শহিদ শেখ রাসেল দিবস পালিত হয়েছে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৬০তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে দিবসটি পালন করা হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে-"শেখ রাসেল দীপ্তিময় / নির্ভীক নির্মল দুর্জয়"। দিবসটি উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। কর্মসূচির মধ্যে ছিল শহিদ শেখ রাসেলের স্মৃতি বিজড়িত প্রিয় বিদ্যাপীঠ ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে স্থাপিত শহিদ শেখ রাসেলের ম্যুরালে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন, কেক কাটা, আলোচনা সভা প্রভৃতি।

ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে শহিদ শেখ রাসেলের শিশু কিশোর জীবনের উপর আলোকপাত করে এক আলোচনা সভায় তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মিসেস সেলিনা আক্তারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, শহিদ শেখ রাসেলের শিক্ষক আফরোজা বেগম, সহপাঠী অধ্যাপক ফওজিয়া বানু, সহপাঠী নাসরিন ইসলাম চৌধুরী, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ উপকমিটির সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থী ইশতিয়াক আহমেদ ও মুনতাহা। স্বাগত বক্তব্য দেন শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আবদুল হালিম।

শহিদ শেখ রাসেলের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, অসাধারণ কিছু গুণের অধিকারী ছিলেন শিশু রাসেল। তিনি অত্যন্ত সৎ, বিনয়ী, স্পষ্টভাষী, শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, বন্ধুবৎসল ও অনন্য মানবিক মূল্যবোধের অধিকারী ছিলেন। শহিদ রাসেলের এই মূল্যবোধ নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। শহিদ শেখ রাসেলের মূলবোধ ধারণ করে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য উপাচার্য নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, আলোচনা পর্ব শেষে ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের মাঝে শহিদ শেখ রাসেল স্মৃতি বৃত্তি এবং কুইজ ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দুর্যোগ গবেষণা প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র এবং ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের যৌথ উদ্যোগে গত ১৬ অক্টোবর ২০২৩ আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের পোস্টার প্রদর্শনী এবং বিভাগীয় মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন এবং পোস্টার প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন।

দুর্যোগ গবেষণা প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক নজরুল ইসলাম সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, দিন দিন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আমাদের পরিবেশ নানাভাবে দূষিত হচ্ছে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জান-মালের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে। দুর্যোগ প্রশমনে প্রস্তুতি ও আগাম সতর্ক বার্তার উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, সঠিকভাবে নগরায়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণে সকলকে সচেতন হতে হবে। উদ্ভাবনী ও গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ প্রশমন ও ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় ভূমিকা রাখতে তিনি শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

জিয়া হল প্রভোস্ট অ্যাওয়ার্ড পেলেন ২৪ শিক্ষার্থী

মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের ২৪জন মেধাবী শিক্ষার্থী প্রভোস্ট অ্যাওয়ার্ড-২০২৩ লাভ করেছেন। গত ২০ অক্টোবর ২০২৩ হল মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট তুলে দেন।

হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান এবং হলের আবাসিক শিক্ষক ড. সাবের আহমেদ চৌধুরী।

অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত মেধাবী শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ ধারণ করে দেশ ও জতির উন্নয়ন এবং মানবতার কল্যাণে শিক্ষার্থীদের কাজ করতে হবে।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- মোঃ রিয়াজ উদ্দিন, মোঃ নাজমুল আরেফীন, মোঃ আবু নাসের, মোঃ তাহমিদ জামি, মোস্তাফিজুর রহমান, শাকিল আহমেদ, মোঃ আসিফ উদ্দিন মিয়া, মোঃ লুতফে তারিক রহমান, মোঃ মাজহারুল ইসলাম, মোঃ সারোয়ার ইকবাল, মোঃ সোহরাওয়ার্দি, বাদল মিয়া, মোঃ নওশাদ ইসলাম, পার্থ প্রতিম নাথ, বাদল মিয়া, মোঃ মহিউদ্দিন, আব্দুল্লাহ আল মামুন, মেহেদী হাসান অনিক, মোঃ জাহিদ হোসেন, মোহাম্মদ নেজাম উদ্দিন, সাইফুল ইসলাম তপু, রিজুয়ান মাহমুদ, শাহরিয়াদ ইসলাম ও মোঃ তাসনিম হাসান।

তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী ভিজিটিং অধ্যাপকবৃন্দ এবং অধ্যয়নরত বিদেশী শিক্ষার্থীদের এক প্রীতি সম্মিলনী গত ১৮ অক্টোবর ২০২৩ উপাচার্যের বাসভবন প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিনবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন, শুভাশীষ রঞ্জন সরকার ও রায়হানুল ইসলাম আবির, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শারমিন আক্তার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫